চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী

চিনি কলের নামঃ নাটোর সুগার মিলস্ লিঃ

অবস্থানঃ উত্তরে সিংড়া উপজেলা, পূর্বে গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম, দক্ষিণে বাগাতীপাড়া ও লালপুর উপজেলা, পশ্চিমে রাজশাহী জেলা নাটোর সদর, নাটোর-৬৪০০।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৮২ খ্রিঃ

চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি (সকল যন্ত্রপাতির ছবিসহ)

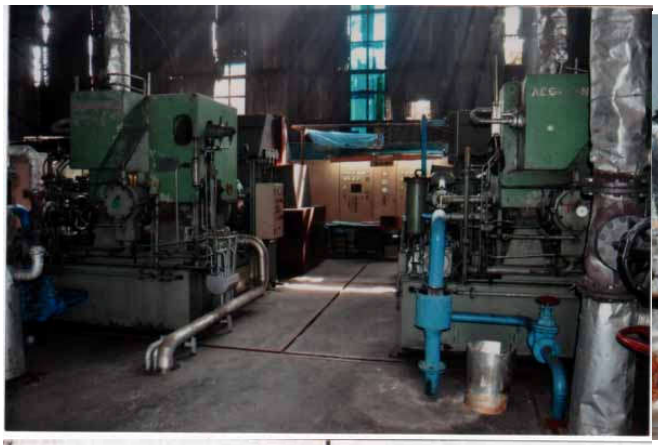

কল এলাকার মোট আয়তন কত?

১,১৯,০৪৮ (এক লক্ষ উনিশ হাজার আটচল্লিশ) একর।

মোট চাষের জমির পরিমান কত?

৫৩,৭০৮ (তিপ্পান্ন হাজার সাতশত আট) একর । (আখ আবাদ যোগ্য জমি)

চিনি বিক্রয়ের ধরণ গুলো কিকি (ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট, ইত্যাদি)?

১। ডিলারের মাধ্যমে।

২। সংরক্ষিত খাতঃ- পুলিশ, সেনাবাহিনী, আনসার, বিজিবি, র‍্যাব, নৌবাহিনী সহ সকল সামরিক বহিনীকে মাসিক কোটা মাফিক চিনি বিক্রয় করা হয়।

৩। ফ্রি- সেলের মাধ্যমে।

৪। কৃষকের মধ্যে কুপনের মাধ্যমে চিনি বিক্রয় করা হয়।

২০০৬ সাল পর্যন্ত উল্লিখিত পদ্ধতিতে চিনি বিক্রয় করে দেশের চিনির বাজার নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রিফাইন্ড চিনি আসার পরেও উল্লিখিত পদ্ধতিতে চিনি বিক্রয় কওে দেশের চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার সহায়ক ভূমিকা পালন কওে আসছে।

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যা সমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনা সমূহ কিকি ?

সমস্যা সমূহঃ-

ক) সরকারী আর্থিক সহযোগিতার অভাবে আখচাষীদের আখের ক্রয়মূল্য বাবদ পাওনা অর্থ, ব্যাংক ঋণ ও সুদ, বেতন ভাতাদি মালামাল সরঞ্জামাদি, সার জ্বালানী তেল পরিশোধে নিজস্ব তহবিলে ঘাটতি।

খ) যথাসময়ে আখের মূল্য পরিশোধের অভাবে এবং দীর্ঘ মেয়াদী ফসল হিসেবে আখা চাষে চাষীদের অনাগ্রহ।

গ) স্বল্প মেয়াদী ও অধিক লাভজনক ফসলের আগমন (যেমনঃ- পেয়ারা, আম, পেয়াজ, রসুন প্রভৃতি) এবং রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর তৈরী, পুকুর কেটে মৎস্য চাষে কৃষি জমির সংকোচন।

ঘ) দীর্ঘদিনের পুরাতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে উৎপাদন সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি।

ঙ) উচু জমিতে আখ রোপন না হওয়া এবং নিচু জমি ও নামলা (জমিতে) আখ রোপন করায় চিনি আহরণের হার কম হওয়া।

উত্তরণের উপায়ঃ-

ক) অবিলম্বে সরকারি চিনিকলকে রাজস্বখাতে অন্তুর্ভুক্ত করণ।

খ) বিজেএমসি, বিসিআইসির মত সংস্থার আদলে দেনা পাওনা নিরসনে ভূর্তুকী, বিশেষ আর্থিক মঞ্জুরী,ঋণ মওকুফ অথবা থোক বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ ও কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রাধিকার প্রদান করে আইন প্রণয়ন।

গ) আখ চাষ বৃদ্ধিতে চাষীদের আস্থা অর্জনে সরকারি কোষাগার থেকে আখের মূল্য পরিশোধে বাসত্মব সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ঘ) চিনি কলের নিজস্ব খামার ও জমিগুলোতে চলমান বহুমূখী করণ প্রকল্প গুলোতে অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আর্থিক সুবিধা ও বিপননে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ) বিদ্যমান প্রকল্প গুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে অর্থ ছাড়, বিশেষজ্ঞ সহায়তা ও দ্রুত অগ্রগতির জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং সেল গঠন করা যেতে পারে।

চ) উন্নত মানের সার, কার্বোফুরান ও তেলের প্রাপ্তি সহজ সাধ্য করার নিমিত্ত অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলোর সাথে চুক্তি বা নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়।

ছ) বিএসআরআই এর মাধ্যমে উন্নত জাতের বীজের সার্থক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরী।

জ) কৃষি যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ করা।

চিনি কলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল? আর কি কি করণীয় ?

চিনিকলের উৎপাদনের পরিমান কমে যাওয়ার কারণ সমুহঃ

ক) বিভিন্ন ফলের বাগান, ইটভাটা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পুকুর খনন ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদনের ফলে ইক্ষু আবাদযোগ্য জমির পরিমান হ্রাস পাওয়া।
খ) কৃষি শ্রমিকের স্বল্পতা ও বর্ধিত মজুরীর কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে আখ আবাদ লাভজনক না হওয়ায়।
গ) শস্য বহুমুখীকরণের কারণে প্রতিযোগী ফসল যেমন- সবজি, তৈল, ডালজাতীয় ফসল, পেয়ারা, আম, কলা, রসুন, ভূট্টা এবং পুকুরে মাছ চাষ ইত্যাদি লাভজনক হওয়ায় আখের আবাদ কমে যাওয়া।
ঘ) অত্র মিলে উচু জমির পরিবর্তে নিচু জমিতে নামলা আখের আবাদ বেশি হওয়ায় এবং বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার কারণে আখের ফলন ও চিনি আহরণের হার কম হওয়ায়।
ঙ) প্রতি বছর অবৈধ শক্তিচালিত মাড়াইকলে প্রচুর পরিমানে আখ মাড়াই করে গুড় তৈরী করার কারনে মিলে আখ সরবরাহ কম হওয়ায়।
চ) উচ্চ চিনি সমৃদ্ধ আখে জাতের স্বল্পতা।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগ সমুহঃ

ক) আখচাষ বৃদ্ধির জন্য ইউনিট ও কেন্দ্র ভিত্তিক চাষিদেরকে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ঘরোয়া সভা, উঠান বৈঠক, পদ্ধতি ও ফলাফল প্রদর্শণী, চাষি প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ইত্যাদি মাধ্যমে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।
খ) আগাম আখচাষ বৃদ্ধির জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে এসটিপি, প্রিজারমিনেশন এবং সরাসরি গভীর নালায় আখচাষের জন্য চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।
গ) জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য অস্থায়ী ভাবে মিলের উদ্যোগে প্রতি বছর আখ ক্ষেতে হাউজ বোরিং করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদে সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছিল।
ঘ) রবি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আখের সাথে পদ্ধতিগত সাথীফসল চাষের জন্য চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।
ঙ) প্রতি বছর অবৈধ শক্তিচালিত মাড়াইকল বন্ধের জন্য লিফলেট, পোষ্টার এবং চাষি সভা করে গুড় মাড়াই কাজে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মাড়াইকল জব্দ, মাড়াইকারীদের বিরুদ্ধে মামলা জেল-জরিমানার মাধ্যমে গুড় মাড়াই বন্ধের চেষ্টা করা হয়েছিল।

আরও করণীয়ঃ

ক) যেহেতু অত্র মিলে উঁচু এবং মাঝারি উঁচু জমি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় তাই নিচু জমিতে আবাদ যোগ্য, জলাবদ্ধ সহিষ্ণু ,উচ্চ চিনি সমৃদ্ধ জাতের আখ গবেষণা বা আমদানী করা প্রয়োজন।
খ) অত্র এলাকায় জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্থানীয় ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল? আর কিকি গ্রহণ করা যেতে পারে?

ক) মিলজোন এলাকায় ৯৭ টি ইক্ষু উন্নয়ন ইউনিট রয়েছে। প্রতি ইউনিটে ১ জন ইক্ষু উন্নয়ন সহকারীর মাধ্যমে চাষি যোগাযোগ করে আখ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, আখ চাষে প্রয়োজনীয় গুণগতমান সম্পন্ন বীজ,সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা হয়েছে।

খ) আখ রোপণ থেকে শুরু করে আখ কর্তন পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রমে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছিল।

গ) আখচাষ বৃদ্ধির জন্য ইউনিট ও কেন্দ্র ভিত্তিক চাষিদেরকে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ঘরোয়া সভা, উঠান বৈঠক, পদ্ধতি ও ফলাফল প্রদর্শণী, চাষি প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।

ঘ) একর প্রতি ফলন ৩০ মেঃ টন করার জন্য মাঠ পর্যায়ে ফসলের অবস্থা ভিত্তিক জমি নির্বাচন করে চাষি যোগাযোগের মাধ্যমে আখর আন্তঃপরিচর্যা তদারকি করার জন্য মাঠকর্মীদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মূল্যায়ন মনিটরিং করা ও আখের পরিচর্যার সকল তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ঙ) আগাম আখচাষ বৃদ্ধির জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে এসটিপি, প্রিজারমিনেশন এবং সরাসরি গভীর নালায় আখচাষের জন্য চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।

ইক্ষু ক্ষেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগের রাস্তা সমূহ কি উন্নতমানের? এ বিষয়ে চিনিকল এর পক্ষ হতে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবি সহ)?

- আখের জমি আখ মিলে পরিবহণের জন্য ফিডার, হলিং এবং এ্যাপ্রোচ রোড সমূহ মোটামুটি উপযোগী, তবে মাঝে মধ্যে বেড়স্, বারিস, দিয়ে মেরামত করা হয়।
- এলজিইডি এর মাধ্যমে উক্ত রাস্তাসমূহ মেরামতের ব্যবস্থা করা যায়।

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (ক্রয় সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবি সহ)?

- ইক্ষু সংগ্রহের নিমিত্ত ইক্ষু কেন্দ্রে আখ ওজনের জন্য অত্যাধুনিক ডিজিট্যাল ওজন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।
- সনাতন পদ্ধতিতে শ্রমিকের মাধ্যমে (ম্যানুয়ালি) ট্রলিতে আখ বোঝাইকরণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে এবং মিলের নিজস্ব ট্রাক্টর-ট্রলির মাধ্যমে বোঝাইকৃত আখ কারখানায় সরবরাহ করা হচ্ছে।
- আখ ক্রয় কেন্দ্র সমূহে প্রচলিত পদ্ধতিতে আখ বোঝাইকরণের পরিবর্তে যান্ত্রিক উপায়ে আখ বোঝাইকরণের কাজ করা যেতে পারে।

চিনি বিপননে সমস্যা কি কি? এগুলো থেকে কি ভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

চিনি বিপননে সমস্যা সমূহঃ-

ক) দেশের চাহিদা অনুযায়ী স্বল্প উৎপাদন ও যোগানের স্বল্পতা।

খ) ব্যাপক প্রচার প্রচারণার অভাব।

গ) বেসরকারী তথা রিফাইনারি চিনির অধিক্য ও অসম প্রতিযোগিতা।

ঘ) জনসচেতনতার অভাবে দেশীয় উৎপাদিত চিনি ভোক্তারা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করছেননা।

উত্তরণের উপায়ঃ-

ক) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষীদের আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করণ ও প্রণোদনা প্রদান।

খ) সরকারি ভাবে আখ চাষে সুরক্ষা প্রদান ও জাতীয় পর্যায়ে উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার প্রথা প্রবর্তন।

গ) ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ‘‘সিআইপি’ খেতাবের আদলে আখচাষীদের এআইপি (Agriculture Important person) খেতাবের প্রবর্তন।

ঘ) প্রতিটি সরকারি দপ্তর ও সংস্থার আপ্যায়নের জন্য দেশী চিনি তথা সরকারি চিনিকলের উৎপাদিত চিনির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করণ।

চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কিকি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্য সহ বিস্তারিত বিবরণ।

মিলের বাগাতিপাড়া এলাকায় মোট ১৩.৬৩ একর জমির খামার আছে। ২.১৩ একর জমিতে বাগাতিপাড়া সাবজোন অফিস, প্রাচীন ভগ্নপ্রায় ইমারত, ফলজ ও বনজ বৃক্ষ এবং ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের ইয়ার্ড রয়েছে। অবশিষ্ট ১১.৫০ একর জমিতে পরীক্ষামূলক খামারে বীজ বর্ধন ও বিভিন্ন গবেষনা মূলক ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা হয়। চলতি মৌসুমে ৬.৫০ একর জমিতে বীজ ক্ষেত ও ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা হয়েছে। অত্র মাড়াই মৌসুমে দন্ডায়মান ৫.০০ একর জমির আখ কর্তনের পরে খালি জমিতে প্রথম বারের মত ০.৬৬ একর জমিতে মশুর, ০.২৫ একর জমিতে সুগার বীট, ০.৫০ একর জমিতে ধনিয়া আবাদ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩.৫৯ একর জমিতে গ্রীষ্মকালিন মুগ আবাদের পরিকল্পনা রয়েছে।

মিল ক্যাম্পাসে কোন আবাদযোগ্য জমি নাই। তবে মিল কলোণীস্থ অনাবাদী (পতিত) ১.১৪ একর অনুপযোগী জমিকে উপযোগী করে (বেড তৈরী করে) খাটো জাতের ভিয়েতনামি নারিকেল এবং ড্রাগন ফলের বাগান করা হয়েছে। উক্ত বাগানে সাথী ফসল হিসাবে টমেটো ও মিষ্টি কুমড়ার আবাদ করা হয়েছে।

সাফল্যঃ পরীক্ষামূলক খামারে মশুরের অবস্থা ভাল পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যান্য ফসল প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। বাগানে সাথীফসল টমেটো এর অবস্থা ভাল এবং মিষ্টি কুমড়া প্রাথমিক অবস্থায় আছে।

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?

ক্রঃনং	অর্থ বৎসর	চিটাগুড়		প্রেসমার্ড		ব্যাগাছ	
		পরিমান মেঃটন	মুল্য	পরিমান মেঃটন	মুল্য	পরিমান মেঃটন	মুল্য
১	২০০৯-১০	৫০০.০০০	৯,৭৫৭,৫৯৭.০০	৬৯১.০০	৯০,০৫০.০০	-	-
২	২০১০-১১	১৭৩৫.০৬০	২৪,১৭৮,৬৯১.০০	১,৯০৪.০০	২২৮,৪৫২.০০	-	-
৩	২০১১-১২	৬০০০.০০০	৪৫,৩৬৫,৩১৪.০০	১,৬৬৬.৮০	১৯৭,৩৫০.০০	-	-
৪	২০১২-১৩	৭৩৩৪.৩৪০	৪২,০৩২,৭৯২.০০	৭৬৪.০০	১৬৪,০৯৯.০০	-	-
৫	২০১৩-১৪	৭৭৪৪.২৮০	৪২,৫৮৭,৭৮৬.০০	১,৪৪১.৫০	৪৬১,৩৩১.০০	-	-
৬	২০১৪-১৫	৪০৬৫.৪০০	৩১,০৭৩,৬৮৯.০০	২,৫১৫.০০	৭৫৭,১১৭.০০	-	-
৭	২০১৫-১৬	৪৩৩৪.৭৪০	৫৮,৮৫৬,৮৮৪.০০	১,৩৩৫.০০	৫৬৪,৯০৭.০০	-	-
৮	২০১৬-১৭	২৯৮০.৮০০	৪৯,৬৬৬,০৯৮.০০	৩,৬৭৬.৪০	১,৫৫৫,১২৯.০০	৯৫৬.০১	৬৩১,৯৪৯.০০
৯	২০১৭-১৮	৫২৯৯.৫৮০	৭৯,৭৮৫,২৭৮.০০	২,৮৫১.০০	১,২৪৪,০০৯.০০	১,৬৪১.৬৫	১,০৮৪,৩১২
১০	২০১৮-১৯	৩৯৪৯.৮৫০	৫৫,৭১৯,৭১০.০০	-	-	-	-
	মোটঃ		**৪৩৯,০২৩,৮৩৯**		**৫,২৬২,৪৪৪.০০**		**১,৭১৬,২৬১.০০**

দক্ষ জনবল তৈরিতে গৃহীত উদ্যোগ সমূহ কিকি?

বিগত ০৫ বৎসর থেকে নতুন কোন জনবল নিয়োজন করা হয়নি। কর্মরত জনবল তৈরীতে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিত ট্রেনিং প্রদান চলমান আছে।

চিনি কলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসন সহ অন্যন্য কিকি সুযোগ সুবিধা রয়েছে?

অত্র চিনি কলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র, বিনোদনের জন্য একটি জেনারেল ক্লাব, ও একটি অফিসার্স ক্লাব রয়েছে। যাতায়াত সুবিধার জন্য দুইটি জীপ (পুরাতন) গাড়ি ও সড়ক, ড্রেন, ব্রীজ, কালভার্টের নির্মান /মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়। আবাসনের জন্য

ব্যাচেলার মেস ও কোয়ার্টার সহ কলোনী রয়েছে। এছাড়া, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানের জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও শ্রমিক কর্মচারী, কর্মকর্তাদের অর্থায়নে একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা রয়েছে।

চিনি কলের সিবিএর সংখ্যা ও তাদের সংখ্যা কত?

অত্র চিনি কলের সিবিএর সংখ্যা ০১ টি, পূর্বের নির্বাচন অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ১৮ (আঠারো) জন।
২০১৬ সাল হতে নির্বাচন হয়নি।

চিনিকল হতে প্রতি বছর কি পরিমান অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)?

ক্রঃনং	**অর্থ বৎসর**	টাকার পরিমান
১	**২০০৯-১০**	৩৯.৪৬
২	**২০১০-১১**	৫৯.২৩
৩	**২০১১-১২**	১৩৫.৬২
৪	**২০১২-১৩**	১৪২.১১
৫	**২০১৩-১৪**	১৩৭.৯৬
৬	**২০১৪-১৫**	১০৪.৩৯
৭	**২০১৫-১৬**	১৬৪.২৬
৮	**২০১৬-১৭**	২১৬.৪৯
৯	**২০১৭-১৮**	২৯৮.৯৩
১০	**২০১৮-১৯**	৫৪.৭৯
	সর্বমোট	**১৩৫৩.২৪**

চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

১। অত্র প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ সালে প্রথম চিনি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে।
২। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর পর থেকে কোন নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়নি।
৩। এ,বি ও সি সেন্ট্রিফিউগ্যলগুলি অতীব পুরাতন যার খুচরা যন্ত্রাংশগুলি বাজারে পাওয়া দূরহ। উল্লেখ্য যে, এ সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিনগুলো পরিদর্শনে এসে মেশিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী মতামত প্রদান করেন যে, মেশিনগুলো আয়ুস্কাল শেষ, নতুল মেশিন স্থাপন করা অতীব জরুরী।
৪। ২ নং মিল টারবাইনের গিয়ার বক্স খারাপ, পরিবর্তন অতিব জরুরী ।
৫। বয়লিং হাউজের মূল স্টাকচার ও বিল্ডিং কলাম অতীব ঝুকিপূর্ণ, পরিবর্তন জরুরী ।
৬। বয়লিং হাউজের প্যান এবং ইভাপোরেটর সমূহের বডি নতুন ভাবে তৈরি করা প্রয়োজন।
৭। মোল্ডিং হাউজ এবং সালফার হাউজের আলাদা ইউনিট নাই যা নতুনভাবে তৈরী করা প্রয়োজন।
৮। সকল যন্ত্র/যন্ত্রাংশগুলি প্রায় ৩৫ বছর ধরে চলছে, এর মধ্যে অধিকাংশ মেশিনের আযুস্কাল শেষ পর্যায়ে।
৯। ১ ও ২ নং কেন কাটার মটর স্পেয়ার নাই। জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করা প্রয়োজন।
১০। টারবো ফিড প্রাম্পের কোন স্পেয়ার নাই। জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করা প্রয়োজন।
১১। ১ ও ২ নং ইওটি ক্রেনের লং ট্রাভেল এবং হোয়েস্টেও গিয়ার বক্স, রেল, পস্নাটফর্ম খুবই ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় আছে
১২।ওয়ার্কশপে আধুনক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা প্রয়োজন।
১৩। চিনিকলেগুলির মেশিন/মেশিনারীজ সমূহ ম্যানুয়াল সিস্টেমে চলছে যার অটোমেশন অতীব জরুরী।

 পরিবহন শাখার যানবাহন সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি

ক্রঃ নং	যানবাহন ধরন	মোট সংখ্যা	সচল সংখ্যা	অচল সংখ্যা	মেরামত যোগ্য সংখ্যা	মমন্তব্য
১.	ট্রাক (মিনি ট্রাক সহ)	৬	০১	০৪	০১	
২.	ট্রাক্টর	৯১	৫৩	৩৪	০৪	
৩.	ট্রেইলার	৩৩৯	২৫৮	৫৬	২৫	
৪.	হালকাযান (পিক আপ সহ)	০৮	০৪	০৪	-	

গবেষণা

চিনিকলে আধুনিক গবেষণাগার রয়েছে কি? যদি না থাকে সে বিষয়ে কিকি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

১। ডিজিটাল পোলারি মিটার। পোল নির্ণয়ের জন্য।
২। ডিজিটাল বিক্স বিফ্র্যাক্টোমিটার। বিক্স নির্ণয়ের জন্য।
৩। ডিজিটাল পি এইচ মিটার। পি এইচ নির্ণয়ের জন্য।
৪। বিওডি ইনকিউবেটর। ডিজলভ অক্সিজেন নির্ণয়ের জন্য।
৫। মাফল ফার্ণেস। এ্যাস নির্ণয়ের জন্য।
৬। স্পেকটো ফটোমিটার। কালার নির্ণয়ের জন্য।
৭। মাল্টি প্যারামিটার। তাপমাত্রা, টারবিডিট ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য।
৮। ময়েশ্চার অ্যানালাইজার। ময়েশ্চার নির্ণেয়ের জন্য।

চিনি নীতিমালা

বাংলাদেশ চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত কর যেতে পারে?

ক) দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় সরকার চিনির দামবৃদ্ধি প্রস্তাব বাজার চাহিদা অনুযায়ী, সময়ে সময়ে গ্রহনের ক্ষেত্রে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সাথে তুলনা বা বিবেচনায় আনতে হবে।
খ) বেসরকারি খাতের চিনির দাম হ্রাস বা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।
গ) আখচাষীদের পাওনা টাকা বা ক্রয়কৃত আখের মূল্য বাবদ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বরাদ্দের অথবা সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রদান নিশ্চিত করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে চিনি বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকে সমন্বয় করা যাবে।
ঘ) বেসরকারি খাতে আমদানীর ক্ষেত্রে দেশের আর্থিক চাহিদা বিবেচনা করে কেন্দ্রিয় ভাবে নির্ধারণ করে সে পরিমান চাহিদা চিনি/র-সুগার আমদানী ব্যবস্থা করা। কোন চাহিদার আতিরিক্ত চিনি আমদানী যেন না করা হয়।

পরিবেশ সুরক্ষা

চিনি কলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

ক) চিনিকলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় ইতোমধ্যে বর্জ্য শোধেনের নিমিত্ত ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে।
খ) চিনিকলের সামাজিক পরিবেশ সুরক্ষায় স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ জেনারেল ক্লাব রয়েছে ও যাতায়াতের জন্য রাসত্মাঘাট তৈরি করা হয়েছে।
গ) চিনিকলের স্থাপনাসমূহ সার্বিক নিরাপত্তা সুরক্ষার নিজস্ব নিরাপত্তা জনবলের মাধ্যমে ও নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
ঘ) চিনিকল সহ এর আশেপাশে বসবাসরত জনগনের অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য অফিস বিল্ডিং এর একপাশে ব্যাংকিং সুবিধার নিশ্চিত করনে অগ্রণী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপন করা হয়েছে।